কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 04 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 9 ...

www.kalerkantho.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের মান দেখবে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

আজিজুল পারভেজ ▷

বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুসারে দেওয়া হবে 'কনফিডেন্স সার্টিফিকেট' আর বিষয়ের মান অনুসারে 'অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট'। এই মূল্যায়নের জন্য সরকার গঠন করতে যাচ্ছে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। এর আওতায় আসবে দেশের সব পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান কেমন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয় ভালো, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশে বর্তমানে ৮৩টি বেসরকারি ও ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালগুলোর দেখভালের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হলেও তারা শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হলে দেশের সব পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিষয়ের জন্য ভালো, সে ধারণাও পাওয়া যাবে। এতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। এরই মধ্যে 'অভিস্বীকৃতি (অ্যাক্রেডিটেশন) কাউন্সিল আইন ২০১৫'-এর খসড়া প্রস্তুত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আইনটি সম্পর্কে মতামত আহ্বান করে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উপসচিব জিন্নাত রেহানা বলেন, 'আইনটি সম্পর্কে ব্যক্তি, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের অনেক মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো সমন্বয় করে খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।'

প্রস্তাবিত আইনের খসড়া অনুসারে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল হবে সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এর প্রধান হবেন চেয়ারম্যান। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো অধ্যাপককে চার বছরের জন্য চেয়ারম্যান নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। পূর্ণ সদস্য হবেন চারজন। এর মধ্যে তিনজন পাবলিক কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক ও একজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। অবৈতনিক সদস্য হবেন পাঁচজন। এতে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য, অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের প্রতিনিধি, অ্যাসোসিয়েশন অব ননগভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিনিধি, বিদেশে স্বীকৃত কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং পেশাগত সংস্থার একজন প্রতিনিধি। চার বছর মেয়াদে পূর্ণকালীন সদস্য ও অবৈতনিক সদস্যদের নিয়োগ দেবেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিটি ডিসিপ্লিনের জন্য গঠন করা হবে পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি। তিন সদস্যের এই কমিটিতে দুজন থাকবেন নিজ ডিসিপ্লিনের অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞ সিনিয়র অধ্যাপক এবং একজন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প বা পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি। কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর।

এক বছরের জন্য কনফিডেন্স সার্টিফিকেট দেবে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। আর অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে পাঁচ বছরের জন্য। সবাই যাতে দেখতে পারে, তাই এ সনদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে বিশ্ববিদ্যালয়।

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল 'বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্টার' নামে একটি রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম ও অ্যাক্রেডিটেশন-সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এটি রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। আর সর্বসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত থাকবে অনলাইনে।

১২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেবে। পরামর্শ অনুসারে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো বিষয়ের মান উন্নয়নে ব্যর্থ হলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে কাউন্সিলের।